গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
সায়রাত শাখা-২
www.minland.gov.bd

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৫১.৬৮.০৭১.১৫-১৩৩

১৭ আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ----------
০১ জুলাই ২০১৮ খ্রি.।

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, The Hats and Bazars (Establishment and Acquisition) Ordinance'1959 (East pakistan Ordinance No. XIX of 1959) এর বাংলা ভাষ্যকৃত ও সংযোজিত প্রস্তাবিত 'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন'২০১৮' এবং প্রস্তাবিত 'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা'২০১৮' এর খসড়াটি জনমত সংগ্রহের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের Website-www.minland.gov.bd তে প্রকাশ করা হ'ল।

০২। উক্ত প্রস্তাবিত ''হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন'২০১৮' এবং প্রস্তাবিত 'হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা'২০১৮' এর খসড়া সংক্রান্তে আগামী ৩১/৭/২০১৮ খ্রি. তারিখ সময়সীমার মধ্যে সর্বসাধারণের মতামত sairat2@minland.gov.bd এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

১/৭/২০১৮

(মোঃ গোলাম মওলা)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৫৩৪

প্রস্তাবিত হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০১৮ এর খসড়া

হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের --নং আইন) এর ধারা ২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরুপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন।

বিধি-১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ।

(১) এই বিধিমালা হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

বিধি-২। সংজ্ঞা। -

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

(১) **"আইন"** অর্থ হাট-বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১৮;

(২) **"জেলা প্রশাসক"** অর্থ জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক;

(৩) **"মন্ত্রণালয়"** অর্থ ভূমি মন্ত্রণালয়;

(৪) **'কমিশনার'** অর্থ বিভাগীয় কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার;

(৫) **"ইজারাগ্রহীতা"** অর্থ হাট-বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১৮ এর অধীন কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে কোন হাট-বাজার ইজারা গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(৬) **"ইজারামুল্য"** অর্থ হাট-বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১৮ এর অধীন ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক হাট-বাজার ইজারার বিনিময়ে সরকারকে প্রদত্ত অর্থ।

(৭) **"কালেক্টর"** অর্থ হাট-বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০১৮ এর ধারা ২(৪)-এ বর্ণিত কালেক্টর।

বিধি-৩। হাট-বাজারের মালিকানা সংক্রান্ত বিধান

হাট-বাজার হিসাবে ব্যবহৃত জমি কোন প্রতিষ্ঠাতা মালিকের মালিকানাধীন থাকিতে পারিবে না। যদি কোন প্রতিষ্ঠিত হাট-বাজার সংলগ্ন এলাকায় হাট-বাজার সম্প্রসারিত হইয়া থাকে অথবা হাট-বাজারের মধ্যে কোন ব্যক্তি মালিকানাধীণ জমি থাকে তবে সরকারের পক্ষে কালেক্টর উক্ত জমি অধিগ্রহণ করিয়া হাট-বাজারভুক্ত করিবেন এবং এইরুপ সম্প্রসারিত হাট-বাজার এলাকায় কোন ব্যক্তি মালিক টোল আদায় বা কোন প্রকার অর্থ আদায় করিতে পারিবে না।

বিধি-৪। নতুন হাট-বাজার স্থাপন সংক্রান্ত বিধান

নতুন হাট-বাজার স্থাপনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি যথাযথভাবে অনুসরন করিতে হইবে:

(১) সাধারণ কৃষক বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অস্থায়ীভাবে বসিবার এবং ভবিষ্যতে এইরূপ সুবিধা বর্ধিতকরণের নিমিত্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ খালি জায়গা উল্লেখপূর্বক একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে।

(২) নতুন হাট-বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করিলে প্রস্তাবিত হাট-বাজারের একটি পেরিফেরী ম্যাপ প্রস্তুত করিতে হইবে। উক্ত পেরিফেরী ম্যাপে বিভিন্ন মহাল, চান্দিনা ভিটি, তোহা বাজার, কসাইখানা ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) পেরিফেরির মধ্যে খালি জায়গায় কোন স্বত্ব, স্বার্থ ও স্থায়ী মালিকানা না থাকার শর্তে জেলা প্রশাসক অস্থায়ী দোকান ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা একসনা ভিত্তিতে বন্দোবস্ত প্রদান করিতে পারিবেন। জেলা প্রশাসক জনস্বার্থে যে কোন সময় কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে উক্ত বন্দোবস্ত বাতিল করিতে পারিবেন।

(৪) কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অস্থায়ীভাবে বসিবার জন্য হাট বাজারের সংরক্ষিত খালি জায়গায়, যা তোহা বাজার নামে পরিচিত, কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী অবকাঠামো তৈরী করিতে পারিবেন না। জেলা প্রশাসক/ জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/ ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনে উক্ত খালি জায়গায় খোলা শেড নির্মাণ করিতে পারিবেন।

(৫) প্রত্যেক হাট বাজারে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে একটি মহিলা কর্ণার রাখিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক হট-বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাগণের চলাচলের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় মাপের চওড়া রাস্তা বা গলিপথ রাখিতে হইবে।

(৭) প্রত্যেক হাট-বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে টিউবওয়েল, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ড্রেন এবং স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন/ইউরিনাল এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

বিধি-৫। পুরাতন হাট-বাজার সংরক্ষণ ও সংস্কার সংক্রান্ত বিধান :-

(১) মেট্রোপলিটন শহর, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং উপজেলা সদর অধিক্ষেত্রের বাহিরে যে কর্তৃপক্ষই হাট-বাজারে আধা-পাকা ভবন নির্মাণ করুক না কেন, হাট-বাজরের মাষ্টার প্ল্যানকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া উহার নক্সা ও ডিজাইন অভিজ্ঞ প্রকৌশলী দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। উক্ত নক্সা ও ডিজাইন সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) দেশের সকল মেট্রোপলিটন শহর, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং উপজেলা সদর অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত হাট-বাজারের অভ্যন্তরস্থ খাস জমিতে কেবলমাত্র জনস্বার্থে ও সরকারী/বেসরকারী অর্থায়নে অথবা বৈদেশিক সাহায্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক বহুতলবিশিষ্ট মার্কেট ভবন নির্মাণ করা যাইবে। তবে বহুতল মার্কেটের নির্মাণ প্রস্তাব এবং অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে প্রস্তাব অবশ্যই ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৩) উপবিধি (১) ও (২) অনুযায়ী সরকারের যে কর্তৃপক্ষই বহুতলবিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ করুক না কেন এবং যে কর্তৃপক্ষই অর্থ বরাদ্দ করুক না কেন, হাট-বাজারের অভ্যন্তরস্থ জমির মালিকানা সরকার তথা ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসকের নামে থাকিবে। অর্থাৎ মালিকানা কোনক্রমেই হস্তান্তরিত হইবে না। বহুতল ভবন নির্মাণের পর নির্মিত বহুতল ভবনে যেসব দোকান ভাড়া দেওয়া হইবে সেইগুলির বরাদ্দ প্রাপ্তদের কোন মালিকানা থাকিবেনা এবং সরকার বৃহত্তর জনস্বার্থে অথবা অন্য যে কোন প্রয়োজনে উক্ত দোকানের বরাদ্দ বাতিল করিতে পারিবেন।

(৪) বহুতলবিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণের প্রাক্কালে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট নিম্নরূপ একটি নির্মাণ কমিটি গঠণ করিতে হইবে :

(ক) সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)---------- আহবায়ক
(খ) সংশ্লিষ্ট এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী----------সদস্য
(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার----------সদস্য
(ঘ) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার একজন কাউন্সেলর/ইউপি চেয়ারম্যান----------সদস্য
(ঙ) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)----------সদস্য